অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মাসুদ আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মাসুদুর রহমান ওরফে মাসুদকে (৩০) গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

সোমবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মাসুদ রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামের মুনছের আলীর ছেলে। কোমরপুর বাজারে ওয়ালটন শো রুমের ডিলার তিনি। এছাড়াও কৃষি মেশিনারিজের একটি দোকানও রয়েছে তার।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদি রাসেল জানান, অনলাইন জুয়ার বন্ধে মেহেরপুর জেলা পুলিশের তথ্যনুসন্ধান ও গ্রেফতার অভিযান চলমান। এর অংশ হিসেবে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কিছুদিন আগে গ্রেফতার হওয়া এক আসামির স্বীকারোক্তিতে মাসুদ রহমানের বিষয়টি সামনে আসে। তদন্তে মাসুদ বড় আকারের একজন এজেন্ট ও অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইন্ড বলে নিশ্চিত হয় পুলিশ। এর প্রেক্ষিতে মাসুদ রহমানকে গ্রেফতারে অভিযান চালানো হয়। তার কাছে থেকে দুটি এ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফো উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে অনলাইন জুয়ার মামলার আসামি হিসেবে মঙ্গলবার মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন ওসি।

ওসি আরো জানান. এর আগে গ্রেফতার হওয়া অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের স্বীকারোক্তিতে পুলিশের সামনে আসে মাসুদ। তারপর থেকে পুলিশ মাসুদ আটক করতে বিভিন্ন ভাবে অনুসন্ধান শুরু করে।

স্থানীয় অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাসুদুর রহমান মাসুদ এর আগে বিজিবি তে চাকরি করতেন। সেখানে চোরকারবারীর সাথে জড়িত থেকে অনেক টাকা অবৈধভাবে আয় করেন এবং বিজিবি তার চাকরি চলে যায়। সেই টাকা দিয়ে তিনি কোমরপুর বাজারে ওয়ালটন শোরুমের ডিলার নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। পাশাপাশি শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মাসুদ রহমান মাসুদ অনলাইন জুয়াড়ীদের পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পুলিশের নাম করে বিভিন্ন জুয়াড়ীদের কাছে চাঁদা আদায় করেও সেই টাকা আত্মসাৎ করেন।

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট ময়না মেম্বর কারাগারে

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মহাজনপুর ইউনিয়নের মেম্বর ময়নদ্দিন ওরফে ময়নার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল বুধবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মুজিবনগর আমলী আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বর মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পরিচালনা করে ময়না মেম্বর কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের নীলমনি সিনেমা হলপাড়ায় ৬তলা ভবন তৈরি, নিজ গ্রাম কোমরপুরে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন ময়না মেম্বর। এছাড়া ভাইয়ের নামে ভাটা ব্যবসা করেন ময়না মেম্বর।

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপনে থাকেন ময়না। বেশ কিছুদিন ভারতে পালিয়েও ছিলেন তিনি। পরে উচ্চ আদালত থেকে অন্তবর্তীকালীন জামিন নিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৫ নভেম্বর রাতে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এস আই এস এম মনিরুজ্জামান মিলনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম কোমরপুর থেকে জিহাদ আলীকে আটক করে। জিহাদ আলী ময়না মেম্বারের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো।

এর আগে ২৫ আগষ্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল নামে প্রথম এক অনলাইন এজেন্ট আটক করে ডিবি পুলিশ। রয়েলের দেওয়া স্বীকারোক্তীতে ১১ নম্বর মামলার আসামি দেখা হয়েছিলো জাহিদ ওরফে শিমুলকে। শিমুল

মেলবেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোটি কোটি টাকা পাচার করছেন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা। আর এ কাজে সহযোগীতা করছেন মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এর সাথে সেলস প্রতিনিধিরা। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে অনলাইন জুয়ার এজেন্টের এজেন্ট সরবরাহ করছেন।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর, মহাজনপুর, গোপালপুর, সদরের টুঙ্গী, মেহেরপুর শহর, গাংনীর গাড়াডোবসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে অনলাইন জুয়ার দূর্গ গড়ে উঠেছে। এসব দূর্গে পুলিশ হানা দিয়ে এ পর্যন্ত ২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের অভিযানের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিনও ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে । ফলে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা একরকম কোনঠাসা হয়ে পড়ে। গ্রেফতার এড়াতে অনেকেই আত্মগোপনে রয়েছেন, অনেকেই রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে রয়েছেন। মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন শত শত কোটি টাকা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক দূর্গ গাড়াডোব

কোমরপুরের পরে মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক দূর্গ হিসেবে স্থান পেয়েছে গাংনী গাড়াডোব গ্রাম। যে গ্রামটিতে প্রায় অর্ধশত তরুন এ অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত।

গত বুধবার রাতে গাংনী গাড়াডোব গ্রামে অভিযান চালিয়ে রাসেল আহমেদ ও রাকিবুজ্জামান নামের দুই অনলাইন জুয়ার এজেন্টকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। তাদের স্বীকারোক্তীতে এসকল তথ্য উঠে এসেছে।

গ্রেফতারকৃত রাসেল ও রাকিবুজ্জামানকে গাংনী থেকে আটক অনলাইন জুয়ার মূল হোতা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুর বিরুদ্ধে করা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, মেহেরপুর জেলায় এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি অনলাইন জুয়া, ওয়ানএক্স বেট, মেলবেটসহ অনলাইন জুয়ার পরিচালনা করে বিকাশ/নগদ/রকেটের সেলস রিপ্রেজেনটেটিভদেও যোগসাজশে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই ট্রানজেকশন করে আসছে। গত ১৩ ফ্রেব্রুয়ারি গাংনী থেকে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুসহ ৬জনকে আটক করার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে শিপুর অন্যতম এজেন্ট হিসেবে গাড়াডোব গ্রামের মৃত আবুল হাশেমের ছেলে আবু রাসেলকে(২৭) ও জামিরুল ইসলামের ছেলে রাকিবুজ্জামনকে প্রমানসহ গ্রেফতার করে। তাদেও কাছে থেকে ৬টি মোবাইল সেট, একটি ল্যাপটপ ও বেশ কয়েকটি সিম জব্দ করা হয়।

আবু রাসেল পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তীতে জানায়, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিপুর সহযোগী এজেন্ট ও পার্টনার হিসেবে কাজ করেন তিনি। বর্তমানে অনলাইন জুয়ার জনপ্রিয় সাইট ওয়ানএক্স বেট ও মেলবেট এ পুলিশের নজরদারি বেড়ে যাওয়ায় শিপুর সহযোগীতায় ওয়ানবেটপ্রো নামের নতুন একটি জুয়া সাইট কার্যক্রম করে আসছিলো। রাসেল আরো জানায়, নগদ/বিকাশে মাসিক ৩০/৪০ লক্ষ টাকা লেনদেন স্বাভাবিক হওয়ায় তারা প্রকাশে স্বাভাবিক ভাবে ওয়ানবেট প্রো ওয়েবসাইট পরিচালনা করে আসছিলো এবং গাংনী এলাকায় যতগুলো অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পরিচালিত হয় তার মূল পরিচালনাকারী হলো সাহিদুজ্জামান শিপু। তার মত আরো যারা শিপুর এজেন্ট হিসেবে কাজ করে তাদের নাম ও পরিচয়ও স্বীকারোক্তীতে উল্লেখ করেছেন আবু রাসেল। তারা হলেন- গাড়াডোব গ্রামের আনারুলের ছেলে হারুন, আমিরের ছেলে দোস্ত মোহাম্মদ দুদু, একই গ্রামের নওশাদ, আবুল হাশেমের ছেলে রাজন, রাজ্জাকের ছেলে সাজু, ময়নালের ছেলে তুলিপ, মনুর ছেলে তামিম, তাহাজদ্দিনের ছেলে রিকন, আলমগীরের ছেলে আশিক, বাবলুর ছেলে নাসিরুল, হালিমের ছেলে রিপন, একই গ্রামের ফয়সাল, রবিউল ইসলামের ছেলে তাহারুল, ।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম জানান, মেহেরপুর পুলিশ সুপার স্যারের নির্দেশে অনলাইন জুয়া মুক্ত করতে পুলিশের এ অভিযান অব্যহত রয়েছে। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান চলবে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে গাংনী শহরের উত্তরপাড়ায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান শিপুর কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে শিপুসহ অনলাইন জুয়ার ৬ এজেন্টকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন গাংনী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। যে মামলায় শিপুসহ ওই ৬জন কারাগারে রয়েছেন।

এদিকে, মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে একের পর এক হানা দিয়ে পুলিশ প্রায় অর্ধশত এজেন্টকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের এ অভিযান ও নজরদারী অব্যহত থাকায় জেলার অনলাইন জুয়াড়ীরা গা ঢাকা দিয়েছে। তারা বিচ্ছিন্নভাবে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বলে জানা গেছে।

এ সংক্রান্ত আরো খবর

গাংনীতে অনলাইন জুয়ার সম্পৃক্ততায় ছাত্রলীগ নেতা শিপুসহ ৬জন আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

অনলাইন জুয়ার হোতা ময়না মেম্বরের সাব এজেন্ট শিমুল গ্রেফতার

অনলাইন জুয়ার দূর্গ মুজিবনগরের কোমরপুরে অভিযান চালিয়ে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ময়না মেম্বারের সাব এজেন্ট জিহাদ আলী ওরফে শিমুল (১৯) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার রাত ১২ টার দিকে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এস আই এস এম মনিরুজ্জামান মিলনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম কোমরপুর গ্রামে জিহাদ আলীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত জিহাদ আলী গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে। তাকে ২৫ আগস্টের বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েলের ১১ নম্বর মামলার আসামি দেখানো হয়েছে।

শিমুল একাধারে ময়না মেম্বরের পাশাপাশি মেহেরপুরিয়ান সপের মালিক মাসুদ, রুবেল, নাসির শাহ ও মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতো।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ ১৬৪ ধারায়

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন শত শত কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের একজন প্রভাবশালী নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, প্রশাসনের দু একজন কর্মকর্তা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেলস প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

মেহেরপুর প্রতিদিনের এ পর্বের অনুসন্ধানে থাকছে আরো এক মাস্টার এজেন্ট পলাশের আদ্যপান্ত।

নিয়োগ দালালি করে বহু মানুষের কাছে থেকে নেওয়া অর্ধকোটি টাকা ঋণগ্রস্থ হয়ে পালিয়ে বেড়ানো ধান্দাবাজ নামে পরিচিত পলাশ এখন নিজেই কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। শোধ করেছেন বিভিন্ন

জনের পাওনা টাকাও। দুটি ইটভাটায় অর্ধকোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করে পার্টনার হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের কোর্ট সড়কে কোটি টাকা বিনিয়োগ করে থাই ও গ্লাসের দোকান দিয়েছেন। এলাকাতে কিছু জমিও কিনেছেন। আর এসব কিছুই হয়েছে অবৈধ অনলাইন জুয়ার বদৌলতে।

পলাশ মেহেরপুর সদর উপজেলার টুঙ্গী গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে। ২০২০ সালের করোনা মহামারির সময়ে যখন অনলাইন জুয়া ছড়িয়ে পড়ে পলাশও তখন অনলাইন জুয়ায় নিজেকে জড়ান। অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে গড়ে তোলেন নিজের একটি বলয়। নিজের স্বার্থে এমন কোন কাজ নেই যা পলাশ করতে পারেন না। সাংবাদিক ও পুলিশ ম্যানেজের নামে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত নিকট থেকে চাঁদা তুলে তা আত্মসাৎ করাতেও পটু এই পলাশ। এছাড়া অনলাইন জুয়ার চ্যানেল বিক্রির নামেও বিভিন্ন জনের কাছে থেকে নিয়েছেন মোটা অংকের টাকা। পলাশ মেহেরপুর পুলিশের সাইবার নিরাপত্তা বিভাগের দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলার আসামিও। মামলার আসামি হলেও এলাকায় সে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান ও তার স্বীকারোক্তিতে এসব তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন চাকরির জন্য এলাকায় ছেলেদের নিয়োগ দেওয়ার নাম করে বহু মানুষের সাথে টাকা নেন পলাশ। চাকরি দেওয়া তো দুরের কথা টাকাও ফেরত দিতে পারেন না। পরবর্তিতে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পেয়ে দ্রুত তার দিন বদলাতে থাকে। বনে যান অনলাইন জুয়ার ওয়ান এক্স বেটের অন্যতম মাস্টার এজেন্ট। তার এজেন্ট চ্যানেল চালানোর জন্য নিয়োগ দেন সাদ্দাম, আসিফ, আশিক, ইজারুলের ছেলে সুমন ও কটার ছেলে সবুজসহ বেশ কয়েকজন যুবককে। প্রত্যেককে মোটা অংকের বেতন দিয়ে থাকেন এসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা জন্য।

সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার জন্য ওয়ান এক্স বেটের কান্ট্রি ডিরেক্টর যার ছদ্ম নাম টম। তার নির্দেশে পলাশকে সাড়ে ৮ লাখ টাকা দেওয়া হয় সাংবাদিকদের ম্যানেজ করতে। সেখান থেকে পলাশ এক সাংবাদিককে ৭লাখ দিয়ে বাকিটা আত্মসাতের জন্য নিজে রেখেছিলেন। পরে টমের নির্দেশে জামিনের জন্য মাহফুজুর রহমান নবাবের বাবাকে দিয়েছিলেন এক লাখ টাকা। বাকি ৫০ হাজার সে আত্মসাৎ করেছে। এছাড়াও সে পুলিশকে ম্যানেজ করার জন্য ঢাকার কোন এক ঢাকার কোন অভিযাত ব্যবসায়ীকেও ১০ লাখ টাকা দিয়েছিলেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। আরো এক মাস্টার এজেন্ট গাড়াডোব গ্রামের আনোয়ার হোসাইনের কাছে থেকেও পলাশ পুলিশ ও সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার কথা বলে ৩ লাখ টাকা

নিয়েছেন বলে অনুসন্ধানে বের হয়ে এসেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিম সম্প্রতি টুঙ্গীতে পলাশের খোঁজ খবর নিতে গিয়ে পলাশের বাড়ির পাশের একটি মাঁচাতে স্থানীয়দের সাথে গল্প মাতে টিমটি। এসময় আকষ্মিকভাবে পলাশ সেখানে হাজির হয়ে নিরালায় কথা বলার প্রস্তাব দেয় আমাদের অনুসন্ধানি টিমকে। গ্রামের একটি চায়ের দোকানের পাশে দাড়িয়ে কথা হয় পলাশের সাথে।

এসময় পলাশকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রথমে সব কিছু অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করে বলেন, নিয়োগ বাণিজ্য করার সময় প্রায় অর্ধকোটি টাকা ঋণগ্রস্থ হয়ে যায়। পরে ওয়ান এক্স বেটের একটি চ্যানেল নিয়ে প্রায় কোটি খানেক টাকা আয় করেছি। সব দেনার টাকা শোধ করেছি। দুটি ইটভাটাতে বিনিয়োগ করলেও তিনি একটি ইটভাটায় ১৩ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন বলে স্বীকার করেন। শহরের কোর্ট সড়কে প্রায় কোটি টাকা বিনিয়োগ করে নাবিলা এন্টারপ্রাইজ নামে গ্লাস ও থাইয়ের দোকান দিলেও তিনি স্বীকার করেছেন সেখানে ২৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এছাড়া তার হাতে নগৎ কিছু অর্থ আছে।

তার সাথে যখন মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিম কথা বলছিলেন তখন এলাকার বেশকিছু তরুণ ছেলে সেখানে জড়ো হয়। পরে জানা যায় তারা সকলেই পলাশের লোকজন।

পরে বিভিন্নভাবে পলাশের সাথে কথা বলে জানা গেছে, অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট কোমরপুরের মাদার আলী ও স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতা মিলে অনলাইন জুয়ার এজেন্টদের কাছে থেকে ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকা উঠিয়েছিলেন শুধুমাত্র পুলিশকে ম্যানেজ করার জন্য যাতে পুলিশ তাদের গ্রেফতার না করে।

জানা গেছে, তারা পুলিশকে পুলিশ ম্যানেজ করতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে পুলিশ ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ ভাঙতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে এবং প্রায় ডজন খানেক এজেন্টকে গ্রেফতার করেছে। পলাশও এজেন্ট হিসেবে ওই চাঁদার ভাগ হিসেবে ৫০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তবে ওই টাকা কে আত্মসাৎ করেছে তারা কেউ জানে না।

আরো জানা গেছে, তারপরপরই মেহেরপুর শহরের এক সাংবাদিকের চাপে পড়ে তার বাড়িতে প্রথম দফায় ৬লাখ ৮০ হাজার এবং পরে আরো ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন যাতে কোন সাংবাদিক নিউজ না করে। টাকা দেওয়ার সময় ওই সাংবাদিকের বাড়িতে পলাশও গিয়েছিলেন। তবে ওই সাংবাদিকের দাবি ছিলো ২০ লাখ টাকা। টাকা কম হওয়াতে প্রথমে ওই সাংবাদিক ক্ষোভ

শহরসহ মুজিবনগর এলাকার তরুণদের বড় অংশই এখন জুয়ার সাইট পরিচালনায় যুক্ত।

একজন জুয়াড়ি মোবাইল নম্বর, ইমেইলের মাধ্যমে এই বেটিং সাইট ওপেন করেন। অ্যাকাউন্টের বিপরীতে একটি ই-ওয়ালেট তৈরি হয় যাকে জুয়াড়িরা ইউএসডিটি বলে। শুরুতে এর ব্যালান্স শূন্য থাকে। ওয়ালেটে ব্যালান্স যোগ করার জন্য অনেক মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এবং ট্রাস্ট এজিয়াটা অন্যতম।

এগুলোর যেকোনো একটি বেছে নিলে সেখানে একটি এজেন্ট নাম্বার দেখায় যেখানে ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ই-ওয়ালেট বা ইউএসডিটি ব্যালান্স যুক্ত হয়ে যায়। এ টাকা অথবা ব্যালান্স দিয়ে তিনি পরবর্তীতে জুয়া খেলতে পারেন। প্রতিটি এজেন্ট আগে ৬শতাংশ কমিশন পেতেন। এখন চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাওয়ায় এজেন্ট ধরে রাখতে তারা ৯ শতাংশ কমিশন পায়।

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। অনুসন্ধানে অনলাইন জুয়ার নানা চমকপ্রদ তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনে আসছে। ধারাবাহিকভাবে তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। (চলবে…)

অনলাইন জুয়ার সব খবর

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট প্রসেনজিতের সহযোগীদের আদালতে জবাবনবন্দী প্রদান

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনলাইন জুয়ার হোতা নুরুল ও জামানকে শোকজ